গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) শাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: বার্ষিক কর্মসম্পাদন (২০২০-২০২১)-চুক্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন কার্যক্রম এবং কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নের নিমিত্ত মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩১/০৫/২০২১
সময় : সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান : রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতি: সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা, পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি উপস্থিত সকলের পরিচিতি পর্ব শেষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (২০২০-২০২১)-চুক্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন কার্যক্রম ২.৪-এর কর্মসম্পাদন সূচকে উল্লিখিত সিটিজেন চ্যার্টারে বর্ণিত সেবাসমূহ সেবা গ্রহীতাদের সঠিকভাবে প্রদান করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। সেবাসমূহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনসহ সাধারণ জনগণকে অবহিত করাও গুরুত্ব অপরিসীম। অত:পর তিনি অদ্যকার মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (রেল অপারেশন)-কে আহবান জানান।

০২। উপসচিব (রেল অপারেশন) সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিটি (২০২১-২২) নতুনভাবে সাজানো হয়েছে বিধায় কর্মসম্পাদন সূচক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি আরো বলেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন (২০২০-২১) চুক্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন কর্মসম্পাদন সূচকে সিটিজেন চ্যার্টার সম্পর্কিত ৪টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪টি অর্জন হতে যাচ্ছে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন সম্ভব হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত ভিশন ও মিশন অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার-এর ভিশন ও মিশন সংশোধন করা প্রয়োজন।

০৩। সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রণীত ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতায়ধীন কার্যক্রমে ০৪টি কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মাত্র ২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং বাকী ২টি এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, ডিজিটাল, বিভিন্ন এ্যাপস এর মাধ্যমে রেলওয়ের কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করলেও রেলওয়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৪। সভাপতি বলেন যে, জিআইবিআর এর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কর্মসম্পাদন সূচক হিসাবে গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয়/জিআইবিআর সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকেরই অনুবৃত্তি মাত্র। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং জিআইবিআর-এর সিটিজেন চার্টার Re-visit করে পুনগঠন করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। এছাড়া, ভিশন ও মিশন সংশোধন বিষয়েও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৫। অতপর সভায় নিম্নরূপ অলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি** বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রণীত ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অগ্রগতি আশানুরূপ নয় মর্মে গৃহীত কর্মসম্পাদনসূচক বাস্তবায়নে অধিকতর উদ্যোগী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানানো হয়।	২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর আওতাধীন সূচক অর্জনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আরও উদ্যোগী হয়ে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) (৩) সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটি।

০২।	**সিটিজেন চার্টারের মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন** বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা রেলভবন, ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে/রেলওয়ের বিভাগে সিটিজেন চার্টারের মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভা আহবান করা হয়ে থাকে। এ প্রকার সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিভিন্ন অঞ্চলে/রেলওয়ের বিভাগে এপিএ এবং সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)
৩।	**নাগরিক সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন** রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সরকারি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নাগরিক সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সরকারি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নাগরিক সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) জিআইবিআর
৪।	**সিটিজেন চার্টার সংশোধন** সভায় আলোচনা হয় যে, BMC'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের খসড়া বার্ষিক বাজেট প্রণীত হয়ে থাকে যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে গ্রহণ ও অনুমোদনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে হয়। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ এ ডকুমেন্ট অনুসরণে এপিএ প্রণীত হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন যেভাবে সংশোধিত ও অনুমোদিত হয়েছে তা এ সিটিজেন চার্টারে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সংশোধিত এ ভিশন ও মিশন ২০২১-২০২২ সালের এপিএ ইতোমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ সালের বাজেট এবং সময়ের জন্য প্রণীত এপিএ-তে বর্ণিত ভিশন ও মিশন সিটিজেন চার্টার-এ যথাযথভাবে সন্নিবেশ করতে হবে।	(১) সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটি, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৬। সভায় আর কোন আলোচ্যবিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

02.০৬.2022

মো: সিরাজুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)